দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 18 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

শাবি শিক্ষক সমিতির কর্মবিরতি চলছে ॥ নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আজ

শা.বি. সংবাদদাতা ॥ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। ছাত্রছাত্রী স্বল্পতার কারণে ক্লাস নেবার ঘোষণা দেবার পরও বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা মঙ্গলবারও সফল হতে পারেননি। বেশিরভাগ ক্লাসরুমই তালাবদ্ধ থাকতে দেখা গেছে। এছাড়া শিক্ষকদের চেয়ারগুলোতেও শূন্যতা লক্ষ্য করা গেছে। এদিকে শিক্ষক সমিতি আজ বুধবার নির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভা আহ্বান করেছে।

উল্লেখ, ১১ নবেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় শিক্ষক সমিতি তিন দফা দাবিতে শা.বি. প্রশাসনকে এক মাসের আল্টিমেটাম দিয়েছিল। ওই সভায় সকল সদস্যের সর্বসম্মতি ক্রমে দাবি না মানা হলে ১৫ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকাল কর্মবিরতির কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।

এদিকে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা ওই সভায় উপস্থিত থাকার পরও বর্তমানে কর্মবিরতির কর্মসূচী পালন না করার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তারা শিক্ষার্থী স্বল্পতার কারণে সফল হতে পারেননি। দেখা গেছে, ১শ' ৭৫ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৯ জন শিক্ষক ক্লাস নিয়েছেন এবং প্রতিটি ক্লাসেই ১০/১২ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। এদিকে ঈদের ছুটির পর শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে এসেছে। শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কুশল বিনিময় আর গল্প করেই ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে দেখা গেছে। তবে সিন্ডিকেট সদস্য এবং বিএনপিপন্থী শিক্ষক আহমেদ কবির চৌধুরী কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে উল্লেখ করে বলেছেন, কয়েকজন ক্লাস নিয়েছেন যদিও কর্মবিরতির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক মঙ্গলবার এক যুক্তিবিবৃতিতে বলেছেন, প্রশাসন ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি এবং স্থায়ীকরণের দাবি না মানার কারণেই শিক্ষক সমিতি কর্মবিরতির কর্মসূচী পালন করছে। তারা বলেছেন, গত দেড় বছর যাবত নিয়োগ বন্ধ থাকার কারণে শা.বি.তে শিক্ষা কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। গত এক বছর যাবত শিক্ষকরা এ সকল দাবি জানানোর পরও প্রশাসন কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় কর্মসূচী দেয়া হয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে দাবি মেনে নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম সচল করার দাবি জানিয়েছেন। এদিকে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ কবির হোসেন বলেছেন, যারা সভায় উপস্থিত থেকেও ক্লাস নিচ্ছেন তাদেরকে চিঠি দেয়া হবে এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।